গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জুলাই/২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৮-০৭-২০২২
সভার সময়	সকাল-১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে জুলাই/২০২২ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভা শুরু করেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, উপসচিব, জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স, চলতি দায়িত্ব), জনাব মোঃ কামরুজ্জামান খান ও বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার-কে শুভেচ্ছা জানান। নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে চলমান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের গতি আরো ত্বরান্বিত ও সংঘবদ্ধ হবে মর্মে সভাপতি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৬-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জুন/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৬-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	ক) এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা যথাযথভাবে তৈরি করা হচ্ছে না। সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী চলমান অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ পর্যালোচনার বিষয়ে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি উইং পর্যায়ে চলমান বিশেষ কার্যক্রমের তালিকা প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে গতকালও একটি সভা হয়েছে। সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, গত ফেব্রুয়ারি/২২ পর্যন্ত এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানীর পাওনাদি পরিশোধ করা হয়েছে। যদিও কোন কোন কোম্পানির প্রতিনিধি সভায় জানিয়েছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগ হতে তাদের পাওনা টাকা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। তবে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর অনেকক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা সভায় উল্লেখ করেন যে, বিসিআইসি'র নিকট তিতাস গ্যাসের বকেয়া পাওনা রয়েছে। তাই বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে বিসিআইসি অন্তর্ভুক্ত করা হলে পাওনা আদায়ের বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে। এ বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, বিষয়টি আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তী সভা হতে বিসিআইসিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া, উক্ত সভায় এনবিআর এর সাথে বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের চারটি উইং হতে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন চলমান বিশেষ কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বিদ্যুৎ বিভাগের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সাথে বিসিআইসি ও এনবিআর এর অমীমাংসিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	ক) অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে বিপিসি ও পেট্রোবাংলার প্রতিনিধিদের নিয়ে আগামী ০৩-০৮-২০২২ তারিখ একটি সভা আহ্বান করা হবে। সভাপতি এ বিষয়টি দ্রুত সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালাটির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২৭-০৬-২০২২ তারিখে খসড়া নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, অর্থ বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। গ) সভায় বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে গতানুগতিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে মাসিক অগ্রগতি প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় লাল কালিতে চিহ্নিতপূর্বক উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এসজিএফএল, জিটিসিএল ও বিজিডিসিএল এর অগ্রগতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ঘ) এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, কোম্পানিসমূহের শেয়ার অফলোডের জন্য Asset re-valuation কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি Asset re-valuation কার্যক্রম ও শেয়ার অফলোডের বিষয়ে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (খ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিকভিত্তিতে লাল কালিতে চিহ্নিতকরণপূর্বক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) Asset re-valuation কার্যক্রম ও শেয়ার অফলোডের বিষয়ে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-২/ অপারেশন-৪ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির ২য় সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ২২-০৬-২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত query'র জবাব ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নিমিত্ত শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে উক্ত জবাব প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৫-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Query'র জবাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	ক) সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক হালনাগাদ করা না হলে হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, Upgrade ড্যাশবোর্ডের ডেমো তৈরির জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তরের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৮টি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে প্রায় ২/৩ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। তবে ডেমো তৈরির পর সিনিয়র সচিব মহোদয় ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি প্রেজেন্টেশন করে অনুমোদন নেয়া হবে। খ) এ বিভাগের যু্গসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি লাইভে দেয়া হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী প্রান্ত হতে ইনপুট দেয়া শুরু হলে সফটওয়্যারটির কার্যক্রম দৃশ্যমান হবে। সভাপতি কার্যক্রমটি দ্রুত সম্পাদন এবং আগামী ২২-০৮-২০২২ তারিখের মধ্যে মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে ও ড্যাশবোর্ডটি Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুট প্রদানের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং আগামী ২২-০৮-২০২২ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩/ আইসিটি শাখা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি
৩.৫	ক) বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, ১৩১০ ফেইসের কয়লা উত্তোলন গত ০১ মে ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়। উক্ত ফেইসের ইক্যুইপমেন্ট স্যালভেজ প্রক্রিয়া সমাপনান্তে গত ১৯ জুন ২০২২ তারিখে ফেইস সিলিংকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অপরদিকে পরবর্তী উৎপাদন ফেইস ১৩০৬ এর রোডওয়ে উন্নয়ন কাজ গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৩০৬ ফেইস হতে ২৭-০৭-২০২২ তারিখে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে এবং ঐদিন প্রায় ২৫০০ মে.টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে। এ ফেইস হতে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে, যা আগামী ৫/৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। দৈনিক গড়ে প্রায় ২২০০ মেট্রিক টনের মত কয়লা উত্তোলিত হবে। সভাপতি ফেইস পরিবর্তনের সময়সীমা কিভাবে আরো কমানো যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। কয়লা রিজার্ভ বাড়াতে দৈনিক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে এবং কোভিড পরিস্থিতিকে ইস্যু করে ভবিষ্যতে কয়লা উৎপাদন বন্ধ না হয় সে বিষয়ে নজর দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এবং জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে "EPC of New Stopes, Extraction and Production of Rocks/Stones, Supply, Installation & Commissioning of New Equipment, Supply of Spare Parts, Consumables, Materials and The Like, Care and Maintenance, Repair and Overhauling of Plants And Installation of Equipment of The Mine and Keeping up of	(ক) কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে মধ্যপাড়া খনির পাথর উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল

	Maddhapara Granite Mine" শীর্ষক ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় ৩১০২ মেট্রিক টন প্রিল্ড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানি করা হবে। উক্ত চুক্তির আওতায় ১ম সরবরাহসূচীতে ২৮৬ মেট্রিক টন প্রিল্ড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ক্রয়/আমদানির জন্য গত ২৬-০৬-২০২২ তারিখে এল/সি খোলা হয়। মধ্যপাড়া খনির পাথর উৎপাদন গত মে/২২ হতে বন্ধ রয়েছে। ইন্ডিয়া হতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানির বিষয়টি চলমান রয়েছে। শীঘ্রই আমদানি শুরু হবে এবং খনির উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হবে। গ) সভায় জানানো হয় যে, কয়লা, চুনাপাথর, লৌহ আকরিক ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে উপস্থাপনের জন্য আগামী ৭-৮-২২ তারিখের পূর্বে এ সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশন প্রস্তুতের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(খ) গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রেজেন্টটেশন প্রস্তুতপূর্বক আগামী ০৭-০৮-২০২২ তারিখের পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	
৩.৬	সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য প্রকল্প/কার্যক্রমের প্রাপ্ত তালিকাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা পাওয়া গেছে। কিন্তু বিপিসি হতে অদ্যাবধি তালিকা পাওয়া যায়নি। বিপিসি'র তালিকা না পাওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অদ্যই বিপিসি হতে তালিকা প্রেরণ করা হবে মর্মে সচিব, বিপিসি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি আগামী সপ্তাহের মধ্যে তালিকা চূড়ান্তপূর্বক তাঁর নিকট উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা চূড়ান্তপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে।	(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা হালনাগাদপূর্বক আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। (খ)মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা বিপিসি অদ্যই প্রেরণ করবে। (গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা চূড়ান্তপূর্বক সারসংক্ষেপ প্রেরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ অপারেশন-১ অধিশাখা/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর

৩.৭	* সভায় জানানো হয় যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে গত ১৮/১১/২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রায় ২০.৭৯ কোটি টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গত ০৩/০৪/২০২২ তারিখে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব,অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এপ্রিল'২২ পর্যন্ত চলতি বকেয়া টাকা পরিশোধ করেছে। এছাড়া, ২৪ মে পর্যন্ত চলতি বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে পিওসিএল জানিয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ বিমানের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। আসন্ন হজ্জ ফ্লাইট অপারেশনের পর পূর্বের বকেয়া হতে পরিশোধের চেষ্টা করবেন। চলতি বিলগুলো বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। চলতি বিল পরিশোধে বিলম্ব করলে বাংলাদেশ বিমানকে তেল সরবরাহ বন্ধ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আরো উল্লেখ করা হচ্চে যে, বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে যোগাযোগ করা হচ্ছে। খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে বিকল্প জমি চিহ্নিত করার কার্যক্রম এলপি গ্যাস লিমিটেড গ্রহণ করা হয়েছে। সহকারি কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড-সহ এলপি গ্যাস লিমিটেড এর প্রতিনিধি কর্তৃক গত ৩০-০৬-২০২২ তারিখে বিকল্প জমি চিহ্নিত করার জন্য সমুদ্র তীবরর্তী এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। একটি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত জমির বিস্তারিত জানার জন্য সহকারি কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ কাজের সমন্বয়কারী কর্মকর্তা ও এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড-কে সাথে নিয়ে চিহ্নিত জমি তিনি পরিদর্শন করবেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (ক.১) বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের সর্বশেষ অবস্থা পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ্র) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ যুগ্মসচিব (প্র)/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ

৩.৮	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। সভাপতি প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে এবং কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ছকে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) অবহিত করেন যে, এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ক্রমপুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪০৮৪টি। এ বিশাল অংকের অডিট আপত্তি কমানোর বিষয়ে করণীয় নির্ধাণের জন্য সভাপতি পৃথক একটি সভা আহ্বানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) অডিট আপত্তির সংখ্যা কমানোর বিষয়ে করণীয় নির্ধাণের জন্য অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ একটি পৃথক সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	ক) সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু হয়েছে সেহেতু সফটওয়্যারে ইনপুট দিলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে সহজ হবে। সংস্থা/কোম্পানির পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে যে সকল বৃহৎ মামলা চলমান রয়েছে সে সকল মামলাসমূহের বিবরণ ও গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি ছক আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) সভায় জানানো হয় যে, দেশে জ্বালানি তেলের ভেজাল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ এবং সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই'র প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, জুন/২০২২ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানীসমূহ দেশব্যাপী মোট ১৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ৪টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ৮টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী ৬টি। ওজনে কম দেয়া এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত কারণে পিওসিএল ৩টি, এমপিএল ৭টি এবং জেওসিএল ৫টি সর্বমোট ১৫টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। ৩টি ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়া। সভাপতি দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, জ্বালানি তেলের ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনার নিমিত্ত সকল জেলা প্রশাসক বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গাজীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গত জুন/২২ মাসে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, আধা-সরকারি পত্রের প্রেক্ষিতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের জন্য সভাপতি গাজীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি প্রস্তাবটি দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। গ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা সন্তোষজনক পাওয়ায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। পাওনা আদায় সংক্রান্ত চলমান সকল বৃহৎ মামলাসমূহের বিবরণ ও গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি ছক আকারে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ.১) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (খ.২) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-৩ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১০	এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল সূচকের প্রমাণক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক সফলভাবে দাখিল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন সন্তোষজনক হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক যে কোন প্রমাণক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি এ অর্জনের জন্য এপিএ টিমসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের সন্তোষজনক অর্জন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সুচিন্তিত নিদেশনা ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিষ্ঠাবান তদারকির কারণে সম্ভব হয়েছে। সভায় এ বিভাগ ও এ বিভাগের আওতাধীন সকল কর্ম কর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি এ অর্জনের ধারাবাহিকতা ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'তে যেন বজায় থাকে সেদিকে সকলকে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম/ ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১১	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' শীর্ষক খসড়া বিলটি জাতীয় সংসদের গত ০৫-০৬-২০২২ তারিখের অধিবেশনে উত্থপিত হয়েছে। বিলটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ১৪-০৬-২০২২ তারিখের সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। উক্ত বিলটির বিষয়ে স্থায়ী কমিটির সভার পর্যবেক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। পর্যবেক্ষণসমূহ নিয়ে ০১-০৮-২০২২ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ০৪-০৮-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য স্থায়ী কমিটির সভায় বিলটি পুনরায় উত্থপিত হবে।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' এর খসড়া বিলটির বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১২	ক) সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। জুন/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে ২৮৬৪টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ২৯৯০৯টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ৭০৮৩৮টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৮ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১৬টি। সভায় জুন/২২ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। জুন/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বকেয়া আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, তিতাস গ্যাসের পক্ষ হতে সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, কড়াইল বস্তি ও বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য সম্প্রতি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানের ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছে। সভাপতি এ কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অভিযানের তথ্যাদি সময়ে সময়ে সিনিয়র সচিবকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিগত ছয় মাসে কত সংখ্যক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ বকেয়া আদায় হয়েছে তার তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণসহ প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তা প্রকাশের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বিগত ছয় মাসে কত সংখ্যক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ বকেয়া আদায় হয়েছে তার তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণসহ প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তা প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/ বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি/ জিটিসিএল

৩.১৩	বিবিধ আলোচনা: ক) সভায় জানানো হয় যে, দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ০৩-০৮-২০২২ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। খ) সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। গ) মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে মোট ২০টি গবেষণা বিষয়বস্তু পাওয়া গিয়েছে। বুয়েটের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্য একটি খসড়া এমওইউ প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উপসচিব (প্রশাসন-৩) বলেন যে, হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পত্রটি উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন আছে। ঘ) সভায় কোভিড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। ঙ) এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, সামনে ৫টি দিবস উদযাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে: ১.জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২.জাতীয় শোক দিবস ৩. শেখ রাসেল দিবস ৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ও ৫. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর জন্মবার্ষিকী। দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনেন পাশাপশি কোনোরূপ গাফিলতি না করে উক্ত ৫টি জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। চ) পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে শীঘ্রই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ছ) চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিএসল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে গত ১৩ জুন ২০২২ তারিখে বিজিএফসিএল, এসজিএফএল ও আরপিজিসিএল-এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন), মহাব্যবস্থাপক (এফএমডি), পেট্রোবাংলা এবং বিজিএফসিএল ও আরপিজিসিএল হতে অর্থ ও কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা ২৭ জুন ২০২২ তারিখে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি কাজটি দ্রুত সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দেশের বিভাগ/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্য পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্যাদি ও বুয়েটের সাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের এমওইউ স্বাক্ষরের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) কোভিড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ঙ) ১. জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২.জাতীয় শোক দিবস ৩. শেখ রাসেল দিবস ৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের এঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ও ৫. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর জন্মবার্ষিকী- যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। (চ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে। (ছ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.৩৪৩

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪২৯
০৬ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৫) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৭) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
১২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব